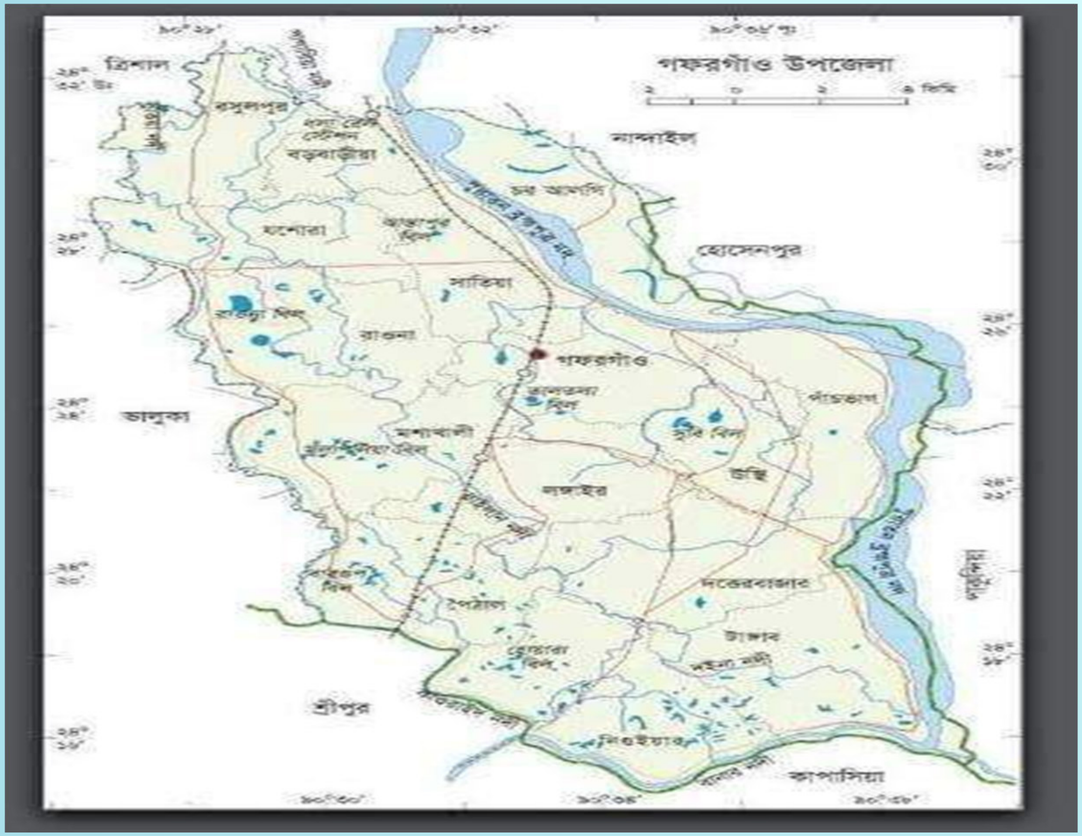

স্বাগতম

তাহমিনা খাতুন
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
E-mail: sufogafargaon@fisheries.gov.bd
www.facebook.com/sufo.gafargaon
ফোন: ০৯০২৫-৫৬২২৯

এক নজরে গফরগাঁও উপজেলার মৎস্যবিভাগের তত্বাবধানে বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রম

মৎস্য খাতের গুরুত্ব / অবদান

- প্রাণীজ আমিষের ৬০% মাছ হতে সরবরাহ
- জিডিপি খাতে অবদান ৩.৬৫%
- মোট কৃষিজ আয়ের ২৩.৮১%
- মোট জনগোষ্ঠির প্রায় ১১% (১.৮২ কোটি) এ খাতে জড়িত
- দেশের রপ্তানি আয়ের ১.৯২% এ খাতের অবদান

যমুনা নদী থেকে ধরা পাঙাশ মাছ। নৌকার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার মথুরাপাড়া খেয়াঘাটে। মাছটিকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে একদল শিশু। ছবিটি সম্প্রতি তুলেছেন সোয়েল রানা

মাছ উৎপাদনে চতুর্থ বাংলাদেশ

জাতিসংঘ সংস্থার প্রতিবেদন

ইফতেখার মাহমুদ ●

"মৎস্য ধরিবো খাইবো সুখে, কী আনন্দ লাগছে বুকে"। নব্বই দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত মাছ চাষবিষয়ক বিজ্ঞাপনের এই স্লোগান বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়া এখন আর স্বপ্ন নয়। মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) এ বছরের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য এসেছে।

এফএও বিশ্বের মাছ চাষ পরিস্থিতি নিয়ে 'দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার' নামে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটির প্রচ্ছদে বাংলাদেশের রাজশাহীর একটি পুকুরে চার মৎস্যচাষির মাছ ধরার একটি আলোকচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু প্রচ্ছদেই নয়, প্রতিবেদনটির ভেতরে পুকুর ও জলাশয়ে মাছ চাষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের সাফল্য বারবার উদাহরণ আকারে উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীন প্রথম এবং এর পরই রয়েছে ভারত ও মিয়ানমার। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মৎস্যচাষিদের এই সাফল্য এসেছে অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে। সরকারের কৃষিঋণ সহায়তার ক্ষেত্রে মাছচাষিরা এখনো অবহেলাই পেয়ে আসছেন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারের বিতরণ করা ১৪ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণের মাত্র ১০ শতাংশ পেয়েছেন মাছচাষিরা। ধান বা গাভী রাখার জন্য সরকারি প্রকল্প থাকলেও মাছচাষিদের জন্য এখনো নির্দিষ্ট হয়নি কোনো কিছুপান। তার পরও এই খাতে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় দেশ বলছে এফএও।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সাবেক মৎস্যসচিব জেড করিম প্রথম আলোকে বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবেশ ব্যবস্থা মিঠাপানির মাছ চাষের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। এখানকার আড়াই লাখ হেক্টর উন্মুক্ত জলাশয় আর গ্রামীণ উদ্যোগে গড়ে ওঠা লাখ লাখ পুকুরে মাছ চাষের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়নি। সরকার যদি মাছ চাষে আরও মনোযোগী হয়, চাষিদের সহায়তা করে, তাহলে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ মাছ উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হতে পারে।

এফএওর হিসাব অনুযায়ী, ধারাবাহিকভাবে এক যুগ ধরেই বাংলাদেশ মাছ চাষে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে রয়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ভারতকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিল। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মাছের উৎপাদন ৫৩ শতাংশ বেড়েছে।

তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ অর্থনৈতিক শুমারি বলছে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে ৩৪ লাখ ৫৫ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে চাষ করা মাছের পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টন। জাটকা সংরক্ষণসহ নানা উদ্যোগের ফলে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাছ ইলিশের উৎপাদন ৫২ হাজার টন থেকে সাড়ে তিন লাখ টন হয়েছে।

মাছের দাম সাধারণ ক্রেতাদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকায় গত ১০ বছরে দেশে মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণ শতভাগ বেড়েছে। ২০১০ সালের সর্বশেষ খানা জরিপ অনুযায়ী বছরে বাংলাদেশের একেকজন মানুষ প্রায় ১২ কেজি মাছ খায়। চট্টগ্রামের অধিবাসীরা মাথাপিছু সবচেয়ে বেশি ১৭ কেজি এবং রংপুরের অধিবাসীরা সবচেয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

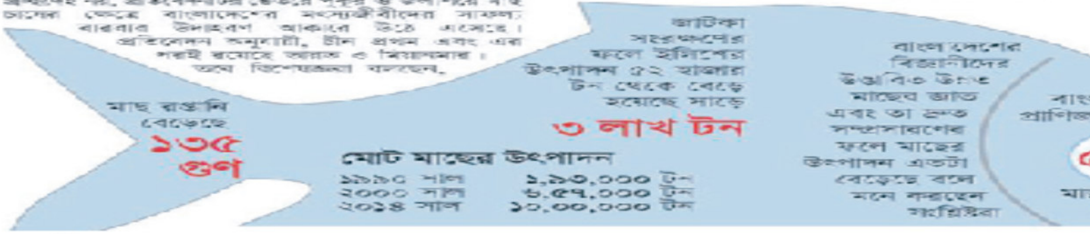

কম সাড়ে সাত কেজি মাছ খায়। এই মাছের ৭৬ শতাংশই আসে পুকুর ও জলাশয় থেকে। বিশ্বে মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণ ১৯ দশমিক ৪ কেজি।

বাংলাদেশের মৎস্য বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত উন্নত মাছের জাত এবং তা দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে মাছের উৎপাদন এতটা বেড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, বগুড়া ও কুমিল্লা জেলায় পুকুরে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে ঘেরে মাছ চাষে রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়েছে।

মাছ চাষ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেশে মাছ খাওয়ার পরিমাণও গত ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। আর মাছ রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে ১৩৫ গুণ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের হিমায়িত মৎস্য রপ্তানির পরিমাণ ১৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেড়ে চার হাজার ১৪১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

তিন দশকের তিন ধরন: আশির দশকে বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত উন্নত জাতের পাঙাশ, রুই, কাতল, তেলাপিয়া চাষ তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নত জাতের কই, শিং, মাগুর, শোল মাছের চাষ ব্যাপক হারে বেড়েছে। ১৯৯০ সালে দেশে মোট চাষকৃত মাছ উৎপাদিত হয়েছিল এক লাখ ৯৩ হাজার টন। ২০০০ সালে তা বেড়ে ছয় লাখ ৫৭ হাজার এবং ২০১৪ সালে এসে তা ১০ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে।

মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলা দেশে তো বটেই, বিশ্বজুড়ে আলোচিত হয়েছে। খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চট্টগ্রামের চকরিয়া ও বরিশাল বিভাগে ঘেরে মাছ চাষ এসব এলাকার অর্থনীতির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। এসব এলাকায় উৎপাদিত চিংড়ি মাছ এখন দেশের দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানি পণ্য।

মাছে-ভাতের দিন ফিরছে: একসময় 'মাছে-ভাতে বাঙালি' কথাটি বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা বাস্তব। এফএওর হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের ৫৭ শতাংশ শুধু মাছ থেকেই মেটানো হয়। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে দেশে উৎপাদিত সব পণ্যের দাম ২ থেকে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। শুধু কই, পাঙাশ ও তেলাপিয়া মাছের দাম বাড়েনি। কই ও মাগুর মাছের দাম কিছুটা কমেছে। উৎপাদন বেড়ে যাওয়া দাম কমার কারণ।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (ইফপ্রি) বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী আখতার আহমেদ মনে করেন, সরকারের কোনো মহাপরিকল্পনা ছাড়াই মাছ চাষে সাফল্য এসেছে। মূলত মাছচাষিদের সাহস ও সৃজনশীলতা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এফএও পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে বাংলাদেশ। এরপর থাইল্যান্ড, ভারত ও চীন। এফএওর হিসাবে সমুদ্রে মাছ আহরণের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ ২৫তম। তবে ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রজয়ের পর বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলাদেশের মৎস্য আহরণ কয়েক গুণ বাড়বে বলে সংস্থাটি মনে করছে।

প্রথম আলো

অভ্যন্তরীণ মাছ আহরণে বর্তমানে বাংলাদেশর অবস্থান ৪র্থ

অবস্থান	দেশ	উৎপাদন মে. টন)
১	চীন	২ ২৯৫ ১৫৭
২	মিয়ানমার	১ ৩৮১ ০৩০
৩	ভারত	১ ৩০০ ০০০
৪	**বাংলাদেশ**	**৯৯৫ ৮০৫**
৫	কম্বোডিয়া	৫০৫ ০০৫
৬	উগান্ডা	৪৬১ ১৯৬
৭	ইন্দেশিয়া	৪২০ ১৯০
৮	নাইজেরিয়া	৩৫৪ ৪৬৬
৯	সংযুক্ত আরব আমিরাত	২৭৮ ৯৩৩
১০	মিশর	২৩৬ ৯৯২

সূত্র: জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

মৎস্য সেক্টর-এর কার্যাবলী

- মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন
- মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদানও মৎস্যচাষির পুকুর পরিদর্শন
- মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ
- মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন এবং মৎস্য খাদ্য মান পরীক্ষা
- মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযানসমূহ লাইসেন্স কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন (নতুন/পুরাতন)
- আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
- মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন এবং এনআরসিপি নমুনা পরীক্ষণ
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান
- মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা এবং বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ও অভিযান পরিচালনা
- পরিবেশ সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
- লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ

রুপকল্প ২০২৫ বাস্তবায়নে গৃহিত পদক্ষেপ সমূহঃ

- মাছের উৎপাদন ২০২৪-২৫ সালের (২৭.০১ লক্ষ মে.টন) তুলনায় ২৫% বৃদ্ধিকরণ
- ২০১৪-১৫ সালে লক্ষ্যমাত্রা ৩৬.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন (অর্জিত)
- মাথাপিছু মাছের প্রাপ্যতা ৪৫ গ্রাম থেকে ৬০ গ্রামে উন্নীতকরণ
- চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক আয় এক বিলিয়ন ডলার বা আট হাজার কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
- মৎস্যচাষে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ (২৫%)এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- মৎস্য চাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ২০% বৃদ্ধিকরণ
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ

এক নজরে গফরগাঁও উপজেলার মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি ঃ

আয়তন :	: ৪০১.১৬ ব:কি:মি:
লোক সংখ্যা	: ৪১৩ ,৪৮৮জন
মৎস্য চাষির সংখ্যা:	: ১৬২০০ জন
মৎস্যজীবীর সংখ্যা	: ২৭১৬ জন
মৎস্য খাদ্য কারখানা:	: ০১
বরফকল	: ০৪ টি
মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা:	: ০৪ টি
সরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা	: ০
বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (নিবন্ধিত)	: ০২

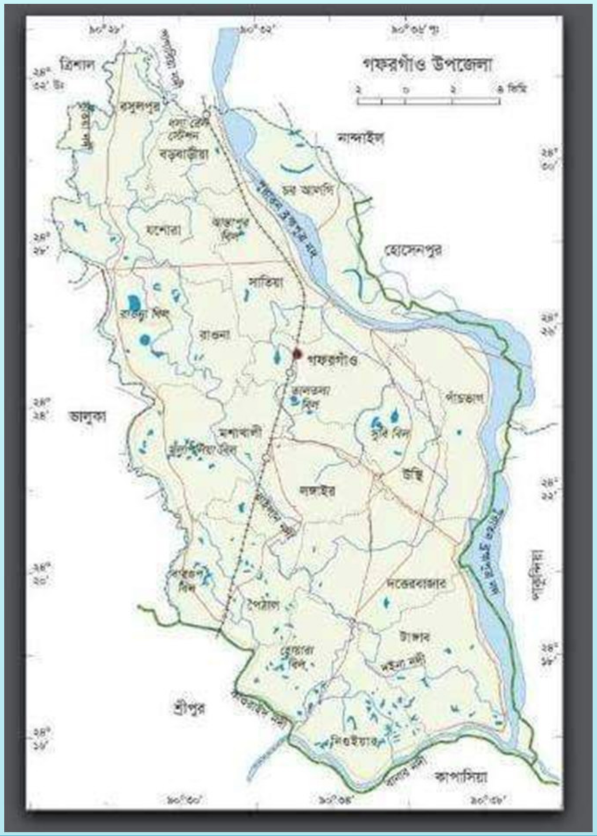

গফরগাঁও উপজেলার মানচিত্র

গফরগাঁও উপজেলার মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি

ক্র.নং	বিবরণ	সংখ্যা
১	জেলের সংখ্যা	৩৫৫০ জন
২	নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা	২৭১৮ জন
৩	আইডি কার্ড বিতরণ	১৯১৬
৪	মৎস্য আড়ত	০৪ টি
৫	মৎস্য খাদ্য কারখানা	-
৬	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (পাইকারী)	০৪
৭	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (খুচরা)	০৪ টি
৮	বরফ কল	৪ টি
৯	পোনা ব্যবসায়ী	২৬ জন
১০	পোনার চাহিদা	২০৭ লক্ষ
১১	পোনার উৎপাদন	১ লক্ষ
১২	সরকারী মৎস্য হ্যাচারি	০
১৩	বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারি	০১ টি
১৪	রেণু উৎপাদন	৭০০ কেজি
১৫	মোট মাছের চাহিদা	৯১৩৮ মে. টন
১৬	মোট মাছ উৎপাদন	১৬০১৫ মে. টন
১৭	উদ্বৃত্ত মাছের পরিমাণ	৬৮৭৭ মে. টন

গফরগাঁও উপজেলার মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদিঃ

ক্র. নং	জলাশয়ের ধরণ	সংখ্যা	আয়তন (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
১	বাণিজ্যিক পুকুর	১১১১৮	২১২০	১২২৭০
২	অবাণিজ্যিক পুকুর	৬১১	১৬৭	১৮১
৩	মোট পুকুর	১১৭২৯	২২৮৭	১২৪৫১
৪	নদী	০৩	১৭২০	৩৫৫
৫	বিল/জলমহাল	৯৫	৩৩১৬	১৫৪৭
৬	প্লাবণভূমি		২৭২৫	১৫৭৮
৭	বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত		১৬৫	৮৪
	মোট			১৬০১৫

হ্যাচারী ও নার্সারী কার্যক্রম পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান :

বিল নার্সারী স্থাপন :

রাজস্ব কার্যক্রমের আওতায় ০২ টি বিল নার্সারী স্থাপন করা হয় যার ব্যয় হবে ০.৮০ লক্ষ টাকা, যার মাধ্যামে প্রায় ১.৮০ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির পোনা মাছ উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট বিলে অবমুক্ত করা হবে।

মৎস্য চাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান

মৎস্য খাদ্য নমুনায়ন ও খাদ্যমান পরীক্ষা

- মাছের উৎপাদন অনেকাংশে খাদ্যের উপর নির্ভরশীল
- উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মান সম্পন্ন মৎস্যখাদ্য প্রাপ্তি চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন
- মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকার মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করেছেন
- এ আইনের আওতায় মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, বিপণন, আমদানী-রপ্তানি ও বাজারজাতকরণের জন্য অবশ্যই লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে
- খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন নিয়মিত ভাবে কারখানা ও দোকান পরিদর্শন, খাদ্যের নমুনা গ্রহণ ও বিভিন্ন ল্যবরেটরীতে মান পরীক্ষা করা হয়।

মৎস্য খাদ্য নমুনায়ন ও খাদ্যমান পরীক্ষা

মৎস্য আইন বাস্তবায়ন

১) জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩ সে.মি-এর নিম্নে রুই জাতীয় মাছের পোনা ধরা, মারা, পরিবহন ও বিক্রয় করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

২) নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত ২৫ সে.মি-এর নিম্নে ইলিশের পোনা (জাটকা) ধরা, মারা, পরিবহন ও বিক্রয় করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

৩) কারেন্ট জালের ব্যবহার আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

প্রশাসনের সহযোগিতায় সাড়া বছরব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় যা মৎস্য সংরক্ষণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।